কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 08 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ২ ...

# প্রাথমিকের বৃত্তি নিয়ে অভিযোগ বাড়ছে

শরীফুল আলম সুমন ▶

প্রাইমারি সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (পিএসসি) গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিযোগ দিন দিন বাড়ছে। আগে পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষা শেষে আলাদা পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হতো। ২০০৯ সাল থেকে পিএসসি চালু হওয়ার পর এ পরীক্ষার ভিত্তিতেই বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে মূল নম্বরপত্রে শুধু গ্রেড পয়েন্ট উল্লেখ থাকায় সর্বোচ্চ কত নম্বরপ্রাপ্তরা বৃত্তি পেল, তা যাচাই করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। আর যখন বৃত্তিপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয় তখন ফলাফল চ্যালেঞ্জ করার কোনো সুযোগও থাকে না। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর অভিভাবকদের এসব অভিযোগ আমলে নিচ্ছে না।

অভিভাবকরা বলছেন, ছত্রনপ্রীতির মাধ্যমে নম্বরের সামান্য হেরফের করে অনেককেই বৃত্তির জন্য মনোনীত করা হচ্ছে। এ বছর হরতাল-অবরোধের কারণে সময়মতো পিএসসি পরীক্ষা শেষ করা যায়নি। খাতা পাঠানোতেও সৃষ্টি হয়েছে নানা সমস্যা। বিভিন্ন উপজেলায় শিক্ষকরা খাতা নিতে না পেরে শিক্ষা অফিসে বসেই তাড়াহুড়ো করে খাতা দেখা শেষ করেছেন। এতে নম্বরের হেরফের হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে, যা বৃত্তির ক্ষেত্রে আরো বেশি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, সাধারণ ও ট্যালেন্টপুল এ দুই ক্যাটাগরিতে বৃত্তি দেওয়া হয়। সাধারণ ক্যাটাগরিতে প্রতি ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড থেকে দুটি ছেলে এবং দুটি মেয়েকে সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে বৃত্তি দেওয়া হয়। বৃত্তি হিসেবে মাসে ১৫০ করে টাকা পায় তারা। আর প্রতি উপজেলায় পাস করা শিক্ষার্থীদের মধ্য প্রতি ১০০ জনের একজনকে মেধাক্রম অনুসারে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী না পাওয়া গেলে ওই বছরের ফলাফল অনুযায়ী একটি মানদণ্ড ঠিক করে এ বৃত্তি দেওয়া হয়। ট্যালেন্টপুলে দেওয়া হয় মাসে ২০০ টাকা।

কয়েক বছর ধরে ডিসেম্বরের শেষ কয়েক দিনে পিএসসির ফল প্রকাশ করা হলেও বৃত্তিপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয় পরের বছরের মার্চ মাসে।

## আমলে নিচ্ছে না অধিদপ্তর

গত দুই বছরের পিএসসির ফল পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, জিপিএ ৫ প্রাপ্তদেরই বৃত্তি দেওয়া হয়। হাজার হাজার শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পেলেও তাদের মধ্য থেকে খুব সামান্যই বৃত্তি পায়। গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল দেওয়ায় নম্বর জানার কোনো সুযোগ থাকে না। আর কোনো পরীক্ষার্থী জিপিএ ৫ পেলে ফলাফল চ্যালেঞ্জ করারও কোনো কারণ থাকে না। ৮০ থেকে ১০০ নম্বরের মধ্যে যেকোনো নম্বর পেলেই জিপিএ ৫ প্রাপ্ত হয়। তবে বিপত্তি বাধে বৃত্তির ফল প্রকাশের পর। কত নম্বরপ্রাপ্তরা বৃত্তি পেল, তা জানার সুযোগ থাকে না। বৃত্তির ফল প্রকাশের পর মার্চ মাসে আর ফলাফল চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ দেয় না অধিদপ্তর।

মো. সাইফুল ইসলাম নামে রাজধানীর এক অভিভাবক অভিযোগ করেন, আমার ছেলে গত বছর জিপিএ ৫ পেয়েছে। সে খুবই মেধাবী এবং বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নম্বরধারীদের একজন হওয়ার পরও বৃত্তি পায়নি। যেহেতু সে জিপিএ ৫ পেয়েছে তাই ফলাফলও চ্যালেঞ্জ করিনি। সে কত নম্বর পেল, তা জানারও সুযোগ নেই। তাই তার বৃত্তি না পাওয়ায় কারচুপি থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছি।

তবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জেনারেল শাখার উপ-পরিচালক দেলোয়ার হোসেন এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সর্বোচ্চ নম্বরধারীদেরই বৃত্তি দেওয়া হয়। এখানে কোনো কারচুপির সুযোগ নেই। আর এত বড় একটি পাবলিক পরীক্ষায় কাউকে না কাউকে তো বিশ্বাস করতেই হবে। সারা বিশ্বেই এখন গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল দেওয়া হচ্ছে। আমরাও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তা অনুসরণ করছি।'

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার নশর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জুলফিকার আলী কালের কণ্ঠকে বলেন, বৃত্তি নিয়ে আমরাও শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হই। অভিভাবকরা প্রায়ই অভিযোগ করেন, আমার ছেলে জিপিএ ৫ পেয়েও কেন বৃত্তি পেল না, অথচ-যে বৃত্তি পেয়েছে সে ওর চেয়ে ছাত্র হিসেবে ভালো নয়। যেহেতু এ পরীক্ষার মাধ্যমে বৃত্তিও দেওয়া হয়, তাই মূল নম্বরপত্রে গ্রেডিং পদ্ধতির পাশাপাশি কত নম্বর পেয়েছে তার উল্লেখ থাকলে অভিভাবকরা নিজেরাই হিসাব মিলিয়ে নিতে পারতেন।'